

آداب يوم الجمعة

জুম'আর দিনের আদাবসমূহ

সম্মানিত দীনি ভাই ! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আমরা অবগত আছি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করে আমাদেরকে সপ্তাহে একটি মর্যাদাবান দিন দান করেছেন এবং তার ফযিলত এত বেশি যে, সেই দিন আসলে আমাদের মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ) বিশেষ ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতেন। সুন্দর পোষাক পরতেন, সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। আর সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)গণকে সকাল সকাল মাসজিদে যেয়ে নীরবে খুৎবা শোনার কথা বলতেন। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল, সাদ্খ্যমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করল, অতঃপর নামাজের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হল, পথে দুইজন মানুষের মাঝে বন্ধুত্ব নষ্ট করলনা। অতঃপর মাসজিদে প্রবেশ করে সাদ্খ্যমত নামাজ আদায় করল এবং ইমামের খুৎবা চলাকালিন চুপ থাকল। আল্লাহ তাঁর ও অন্য জুমার মাঝে যত পাপ হয়েছিল তা ক্ষমা করেদিলেন। বোখারী।

অতএব, উপরে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, জুমার দিন সুন্দর ভাবে গোসল করে পরিপাটি হয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করে মাসজিদে আসতে হবে এবং সাদ্খ্যমত সুন্নাত-নফল নামাজ আদায় করে নীরবে ইমাম সাহেবের খুৎবা শ্রবণ করতে হবে। (আমাদের খুৎবা বুঝে আসুক আর না আসুক)! তাহলে দুই জুমার মাঝে ছোট ছোট যত পাপ হবে মহান আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন। তাই সকলের প্রতি আমাদের আরজ এই যে, আমরা যেন জুমার খুৎবা চলাকালীন মাসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে হেট্রিগোল, কথা-বার্তা, খোশ গোল্প এবং নিজেদের মাঝে আলোচনা না করি। আর এটা এই জন্য যে, এ গুলি দৃষ্টিকটু, মাসজিদের আদাবের খেলাফ, গোনাহের কাজ আর ইমাম সাহেবের খুৎবাপ্রদানে এবং মুসল্লিদের খুৎবা শোনায ব্যাঘাত ঘটে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক রাস্তায় চলার তাওফিক দান করুন। আমীন।

جمع وإعداد

أفتاب الدين الحاج شمس الدين

الداعية بجمعية الدعوة والإرشاد بحوطة بني تميم

সংকলনেঃ

আফতাব উদ্দীন আলহাজ শামসুদ্দীন / ইসলামিক স্টোর হাওতা বানী তামীম।